ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

গত সোমবার রাতে তল্লাশীর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহসীন হলের একটি কক্ষ —ইত্তেফাক

ভার্সিটি হল হইতে ছাত্রসহ ১৫২ জন গ্রেফতার

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গত সোমবার দিবাগত গভীর রাত্রি হইতে মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি আবাসিক হলে পুলিশ তল্লাশী চালাইয়া ১৫২ জনকে গ্রেফতার এবং অস্ত্রশস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার করে। গ্রেফতারদের মধ্যে ৬২ জন ছাত্র। অবশিষ্ট সকলেই বহিরাগত।

গত সোমবার সন্ধ্যায় পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল, মোহসীন হল, জহুরুল হক হল, সূর্যসেন হল ও কবি জসিমউদ্দিন রোড ঘেরাও করিয়া রাখে। পরে তাহারা প্রতিটি হলের প্রত্যেক কক্ষে প্রবেশ করিয়া তল্লাশী চালায়। গ্রেফতারের সময় ছাত্রদের প্রহার কর

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

তল্লাশীর প্রতিবাদ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকাল (মঙ্গলবার) বিকাল সাড়ে ৪টায় ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভাইস চ্যান্সেলর গত কয়েকদিন যাবৎ ক্যাম্পাসে সংঘটিত ঘটনাবলী সিণ্ডিকেট সদস্যদের অবহিত করেন। তিনি জানান, গত ১১ তারিখ রাত্রে জগন্নাথ হলে বোমা বিস্ফোরণে একজন বহিরাগত নিহত হয়। সোমবার দিবাগত মধ্যরাত্রি হইতে ৩টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি হলে তল্লাশী অভিযান চালানো হয়। এ-ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোন অনুমতি নেওয়া হয় নাই। পুলিশ অভিযানকালে শিক্ষক এবং ছাত্র সকলের সহিত দুর্ব্যবহার করে। কয়েকশত কক্ষের তালা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া কক্ষের জিনিসপত্র তছনছ করে। ছাত্র-

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

১৫২ জন গ্রেফতার

(১ম পৃঃ পর)

হয় বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। [illegible] অভিযোগ করে যে, পুলিশের সহিত সাদা পোশাকধারী লোকজন ছিল। তাহারা তালাবদ্ধ কক্ষ খুলিয়া ছাত্রদের ঘড়ি, টাকা-পয়সা, টু-ইন-ওয়ানস, ব্যক্তিগত জিনিসপত্র লইয়া যায়। তালাবদ্ধ কক্ষ খুলিয়া মালামাল লুট করে। বিভিন্ন হল হইতে ২টি দেশী বন্দুক, একটি পাইপ গান, সটগানের গুলী ১৯টি, ৬ রাউণ্ড রাইফেলের গুলী, ২২ রিভলভারের গুলী, ৫৬টি ষ্টেনগানের গুলী, ৯টি পিস্তলের গুলী, ২টি খেলনা পিস্তল, ২৪টি ছোরা ৩টি চোরাই মোটর সাইকেল ও ২টি ক্যাসেট রেকর্ডার এবং ৩০০টি হাতবোমা উদ্ধার করা হয় বলিয়া পুলিশ জানাইয়াছে।

পুলিশ আরও জানায়, কয়েকটি হল হইতে হাতবোমা তৈয়ারীর প্রচুর সরঞ্জাম, বোতল, লোহার গুঁড়া, গন্ধক উদ্ধার করা হইয়াছে। জগন্নাথ হল ও মোহসীন হলের দোতলা হইতে ২ জন ছাত্র পলায়নের চেষ্টা করে এবং নীচে লাফাইয়া পড়িলে পুলিশ তাহাদের গ্রেফতার করে। গভীর রাতে হলের ভিতরে তল্লাশীর খবর পাইয়া প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকগণও হলে যান। সেখানে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের পুলিশ কন্ট্রোলরুমে পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইতেছে।

পুলিশের ভাষ্য

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, গত সোমবার একদল দুষ্কৃতিকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বোমা বিস্ফোরণ ও ব্যারিকেড সৃষ্টি করিয়া যানবাহন চলাচল বন্ধ করিয়া ত্রাসের সৃষ্টি করে। তাহারা ৮টি যানবাহন ভস্মীভূত এবং অপর কতকগুলির ক্ষতিসাধন করে। এমনকি তাহারা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি জনাব দলিলউদ্দিন খান ও বিচারপতি জনাব নূরুল হক ভূঁইয়ার গাড়ীতেও বোমা নিক্ষেপ করে। বিচারপতিদ্বয় ঐ সময় বাসায় ফিরিতে ছিলেন। তাহারা গুরুতররূপে আহত হন। তাঁহাদের গাড়ীরও ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। তাহাদের হামলায় নারী ও শিশুসহ বেশ কিছু সং-

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

১৫২ জন গ্রেফতার

(শেষ পৃঃ পর)

খ্যক নিরীহ লোকও আহত হয়। এই সময় পুলিশ তাহাদের কাজে বাধা দিতে গেলে তাহারা পুলিশের প্রতি হাত বোমা নিক্ষেপ করে। ফলে একজন ইন্সপেক্টরসহ ১১ জন পুলিশ কনষ্টেবল আহত হয়। পুলিশ এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনে। পুলিশ জানিতে পারে যে, দুষ্কৃতকারীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে অবস্থান করিতেছে এবং তাহারা প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র জমা করিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে পুলিশ অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার, দুষ্কৃতকারীদের গ্রেফতার এবং শান্তিপ্রিয় ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বসবাসকারী শিক্ষকদের পরিবারবর্গের নিরাপত্তার স্বার্থে ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশের সিনিয়র অফিসারদের তত্ত্বাবধানে কয়েকটি হলে তল্লাশী অভিযান চালানো হয়। তাহারা অবৈধ অস্ত্র, হাত বোমা, গ্রেনেড, ছোরা, চোরাই মোটর সাইকেল, লিফলেট ও বোমা তৈয়ারীর সরঞ্জাম উদ্ধার করিয়াছে। বহিরাগতসহ পুলিশ মোট ১৫২ জনকে গ্রেফতার করিয়াছে।

বাসস'র ভাষ্য

বাসস জানায়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গত সোমবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি আবাসিক হলে তল্লাশী চালানোর সময় ১৫২ ব্যক্তিকে আটক করে। ইহাদের অধিকাংশকেই জগন্নাথ হল হইতে আটক করা হয়। দুষ্কৃতকারীরা সোমবার বিকালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের চারপাশে নিরীহ জনসাধারণের উপর যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে উহার প্রেক্ষিতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ৬২ জন ছাত্র।

সোমবারের বোমাবাজির ঘটনায় সুপ্রীম কোর্টের দুইজন বিচারপতিসহ বেশ কয়েকজন নিরীহ লোক আহত হয়। ইহা ছাড়া ঐদিন সরকারী ও বেসরকারী মালিকানাধীন গাড়ী, মোটর সাইকেল, বাস ও মিনিবাসসহ কমপক্ষে ১০টি যানবাহনের ক্ষতিসাধন অথবা জ্বালাইয়া দেওয়া হয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনিতে এবং জনসাধারণের নিরাপত্তার স্বার্থে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ৫টি আবাসিক হলে তল্লাশী চালায়। এই হলগুলি হইতেছেঃ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, মহসিন হল, জগন্নাথ হল, সূর্যসেন হল ও জসিমুদ্দিন হল। রাত সাড়ে ১২টা হইতে ৪টা পর্যন্ত এই তল্লাশী চালানোর সময় বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ, অস্ত্র, বোমা, বোমা তৈরীর সাজসরঞ্জাম ও ছিনতাইকৃত কয়েকটি মোটর সাইকেল উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে বলা হয়, সোমবার দুষ্কৃতকারীরা ক্যাম্পাসের চারপাশে ত্রাসের রাজত্ব চালানোর সময় এ সকল ছিনতাইকরা মোটর সাইকেল ব্যবহার করে।

ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া একজন সরকারী মুখপাত্র দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, অধিকাংশ ছাত্র ও এমনকি জনসাধারণের নিরাপত্তার প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া এক শ্রেণীর তথাকথিত ছাত্র ও ভাড়াটিয়া গুণ্ডা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করিয়া চলিতেছে।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহকে দুষ্কৃতকারীদের আশ্রয়স্থল, বোমা ও বিস্ফোরক তৈরীর কারখানা এবং বেআইনী অস্ত্র ও গোলাবারুদের গুদামে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে অধিকাংশ ছাত্রই একটি শান্তিপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশে লেখাপড়া চালাইয়া যাইতে চায়।

উক্ত মুখপাত্র বলেন, সরকার আর কোনক্রমে ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু পরিবেশ বিনষ্ট করার কোন তৎপরতা বরদাস্ত করিবেন না এবং যে কোন মূল্যে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা রক্ষা করিবেন। তিনি আশা করেন, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও সর্বতোভাবে সচেষ্ট হইবেন।

তল্লাশীর প্রতিবাদ

(১ম পৃঃ পর)

দের হাতঘড়ি-রেডিওসহ অনেক [illegible] শতাধিক ছাত্র ও কর্মচারীকে গ্রেফতার করা হয়। সিণ্ডিকেটের বিবেচনায় এইরূপ ঘটনা সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশকে অশান্ত করিয়া তুলিয়াছে। সিণ্ডিকেট মনে করে যে, এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইলে ভাইস চ্যান্সেলরসহ যাঁহারা প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন, তাঁহাদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন অসম্ভব হইয়া পড়িবে। এই প্রেক্ষিতে সিণ্ডিকেট ৪টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। প্রস্তাবগুলিতে সিণ্ডিকেট ১৩ই অক্টোবর রাত্রে পুলিশের তল্লাশী ও গ্রেফতারের নিন্দা, সিণ্ডিকেট প্রাপ্ত বিবরণাদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জ্ঞাপন ও পুলিশী অভিযানে ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের দাবী, গ্রেফতারকৃত সকল ছাত্র ও কর্মচারীর মুক্তি দাবী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা বিধানে সুষ্ঠু পন্থা উদ্ভাবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিস্থিতি আলোচনার জন্য সিণ্ডিকেটের একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য চ্যান্সেলরের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিসহ বিভিন্ন রাজ-

অশোভন আচরণ কারয় [illegible] সভায় এ ধরনের ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি [illegible] করা হয়।

শেষ পৃষ্ঠা...

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের 'অনুপ্রবেশ' এবং টাকা-পয়সা ও মালামাল খোয়া যাওয়ার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি দাবী জানাইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট পেশকৃত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ৫-দফা দাবীর মধ্যে রহিয়াছে ভিসিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের পদত্যাগ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তল্লাশী ও গ্রেফতারের ঘটনা তুলিয়া ধরা, গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দান।

বাসদের আহ্বায়ক খালেকুজ্জামান এক বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ও ছাত্রদের নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যর্থতার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পদত্যাগ দাবী করিয়াছেন।

ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ (সুলতান), ছাত্রলীগ (আখতার), বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী, জাতীয় ছাত্রলীগ, ছাত্রলীগ (শিমু), ইসলামী ছাত্র শিবির ও জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন পৃথক পৃথক বিবৃতিতে ঘটনার নিন্দা ও গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবী জানাইয়াছে।

নৈতিক ও ছাত্র সংগঠন গত সোমবার মধ্য রাত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে তল্লাশী ও গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানাইয়া অবিলম্বে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দাবী করিয়াছে। বিভিন্ন সংগঠনের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয় যে, তল্লাশীকালে ছাত্রদের টাকা-পয়সা, ঘড়ি, কলম, বইখাতা এমনকি বিছানাপত্র খোয়া গিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তল্লাশী ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে গতকাল (মঙ্গলবার) বেলা ১১টায় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ মিছিল বাহির করা হয়। মিছিলকারীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল প্রদক্ষিণ করে। মিছিলটি ভাইস-চ্যান্সেলরের বাসভবনের সম্মুখে যায় এবং ভাইস-চ্যান্সেলরকে সঙ্গে লইয়া মিছিল সহকারে অপারেজয় বাংলার পাদদেশে সমবেত হয়। ছাত্র-শিক্ষকদের এই সমাবেশে তল্লাশী ও গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানাইয়া বক্তব্য রাখেন ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ আবদুল মান্নান, শিক্ষক আলী রিয়াজ ও মোস্তফা ফারুক।

ভাইস চ্যান্সেলর তাঁহার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় গত সোমবার রাত্রের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলেন, তল্লাশীকালে ছাত্রদের উপর অত্যাচার হইয়াছে। বিভিন্ন হলের সকল প্রভোষ্ট ও সিণ্ডিকেট সদস্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গতকাল এক জরুরী সভায় তল্লাশীকালে গ্রেফতারকৃত ছাত্র ও কর্মচারীদের বিনাশর্তে মুক্তি দাবী করিয়াছে। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়। গত সোমবার গভীর রাত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে অতর্কিত হামলা এবং তল্লাশী চালাইয়া ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীদের হয়রানি করা হই-